COVID-19 পরিস্থিতিতে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- করোনা সংক্রমণ বিবেচনায় কোন এলাকাকে সরকার কর্তৃক রেড জোন ঘোষনা করা হলে সে এলাকায় বিদ্যালয় খোলা রাখা যাবে না।
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের সার্বক্ষণিক হাত ধোয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- হাত ধোঁয়ার সময় যাতে শিক্ষক/শিক্ষার্থীদের জটলা তৈরি না হয় সেভাবে প্রতিটি বিদ্যালয়ভিত্তিক পানির টেপের অবস্থান ও সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।
- যেখানে সম্ভব হবে সে সব জায়গায় running water এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শৌচাগার স্থাপন বা সম্প্রসারণ করতে হবে। মেয়ে শিক্ষার্থীদের ঋতুকালীন সময়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- করোনাকালীন বিদ্যালয় খোলার অব্যবহিত পূর্বেই অবশ্যই বিদ্যালয় প্রাঙ্গনসহ শ্রেণিকক্ষ ও টয়লেটসমূহ স্বাস্থ্যসম্মত ও জীবানুমুক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জীবানুনাশক স্প্রে এবং সাবানসহ অন্যান্য পরিচ্ছন্নতা উপকরণ, মহামারি প্রতিরোধক মাস্ক এবং নন-কন্ট্যাক্ট থার্মোমিটার সংগ্রহ করতে হবে।
- বিদ্যালয় চলাকালীন প্রতি শিফটে অন্তত: একবার বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষ, শ্রেণি কক্ষ, সর্বসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত হয় এমন জায়গাসহ অন্যান্য জায়গার মেঝে ও ঘরের দরজার হাতল, সিঁড়ির হাতল, বেঞ্চসহ এবং যেসব বস্তু বারবার ব্যবহৃত হয় সেসব বস্তুর তল/পৃষ্ঠ পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত করতে হবে।
- প্রতিদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চত্বরের আবর্জনা পরিস্কার এবং আবর্জনা সংরক্ষণকারী পাত্র জীবানুমুক্ত করতে হবে। প্রতিবার টয়লেট ব্যবহারের পরে অবশ্যই সাবান দ্বারা হাত জীবাণুমুক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান ও সচেতন করতে হবে।
- অসুস্থ শিক্ষক/শিক্ষার্থী/কর্মচারী এবং সন্তান সম্ভবা নারীগণকে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি থেকে বিরত রাখতে হবে। তাঁদের অনুপস্থিতির বিষয়টি উদারভাবে নিতে হবে। বিষয়টি অভিভাবকদেরকে অবহিত করতে হবে যাতে কোন অসুস্থ সন্তানকে বিদ্যালয়ে না পাঠানো হয়। অসুস্থতাজনিত অনুপস্থিতির কারণে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী যেন শ্রেণি মূল্যায়নে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- শিক্ষক, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। হাত ধৌতকরণসহ অন্যসব স্বাস্থ্যবিধি আবশ্যিকভাবে প্রতিপালন করতে হবে। হাঁচি দেওয়ার সময় মুখ এবং নাক ঢাকতে টিস্যু বা কনুই ব্যবহার করতে হবে। এই সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সচেতন করতে হবে।
- বিদ্যালয়-কার্যক্রমের শুরু, সমাপ্তি ও ফিডিং-এর সময়সূচি এমনভাবে সাজিয়ে নিতে হবে যাতে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের জটলা তৈরি না হয়। বিদ্যালয়ের অবকাঠামো এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনা করে একাধিক শিফট কিংবা সপ্তাহের একেক দিন একেক শ্রেণির বা একাধিক শ্রেণির

পাঠদানের ব্যবস্থা রেখে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন যাতে শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করা যায়। পাঠ পরিকল্পনায় ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশপথে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষক, কর্মচারী, শিক্ষার্থী এবং বহিরাগতদের শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করতে হবে। যাদের শরীরের তাপমাত্রা বেশী পাওয়া যাবে তাঁদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে।
- হোস্টেলে থাকাকালীন শিক্ষার্থীরা শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখবে। খাদ্য গ্রহণের সময়ও কমপক্ষে ১ মিটারের বেশী শারিরিক দূরত্ব বজায় রেখে খাবার গ্রহণ এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব থালা বাসন বা ওয়ান টাইম থালা বাসন ও পানির পাত্র ব্যবহার করতে হবে। প্রতিবার খাবার পূর্বে ও পরে খাবার থালাবাসন ও পানির পাত্র পরিস্কার ও জীবানুমুক্ত করতে হবে।
- স্বাভাবিক অবস্থা না আসা পর্যন্ত কোনো প্রকার অভ্যন্তরীণ জমায়েত আয়োজন করা যাবে না। যে কোন বদ্ধ বা ঘন জনবহুল স্থান বা অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। করোনাকালীন সময়ে লম্বা বেঞ্চে ২ জন করে শিক্ষার্থী বসবে। শিক্ষার্থীরা যাতে গলাগলি কিংবা একে অপরকে জড়িয়ে না ধরে সে ব্যাপারে সচেতন করতে হবে। বিদ্যালয়ের বাইরেও যেন শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা এ সকল স্বাস্থ্যবিধিসমূহ মেনে চলে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করতে হবে।
- শিক্ষক/শিক্ষার্থী/কর্মচারীদের করোনা (COVID-19) প্রতিরোধে বিভিন্ন সাধারণ নির্দেশনাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং সকলে স্বাস্থ্যবিধিসমূহ মেনে চলছে কিনা তা মনিটরিং করতে হবে।
- বিদ্যালয় চলাকালীন শিক্ষক, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের বহিগর্মণ কমিয়ে দিতে হবে। অত্যাবশ্যক না হলে কেউ বাইরে যাবে না।
- বিদ্যালয় চলাকালালীন শিক্ষক, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ জোরদার করতে হবে। সকাল ও দুপুরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং “প্রতিদিনের প্রতিবেদন” এবং “শুন্য প্রতিবেদন” পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে ।
- অসুস্থ শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদেরকে নিজ গৃহে অবস্থান করার পরামর্শসহ সকল নিয়মকানুন কর্মচারী, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের জানাতে হবে।
- শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্য মনিটর করা, স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা,
- যোগাযোগের সুবিধার্থে প্রধান শিক্ষক ও এক বা একাধিক শিক্ষকের মোবাইল নম্বর প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।
- শিক্ষক/কর্মচারী/শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোভিড - ১৯ এর সন্দেহভাজন কোনো উপসর্গ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে এবং যারা উক্ত শিক্ষক/কর্মচারী/শিক্ষার্থীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন তাদের দ্রুত সনাক্ত ও কোয়ারেন্টাইন করতে হবে।
- কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরত শিক্ষক, কর্মচারী, শিক্ষার্থীদের পিতামাতার স্বাস্থ্যের অবস্থা জানা এবং তাদের সাথে সর্বক্ষণ যোগাযোগ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

COVID-19 পরিস্থিতিতে সহকারী শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- করোনাকালীন সময়ে লম্বা বেঞ্চে ২ জন করে শিক্ষার্থীর বসার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- হাত ধৌতকরণসহ অন্যসব স্বাস্থ্যবিধি আবশ্যিকভাবে প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে।
- হাঁচি দেওয়ার সময় মুখ এবং নাক ঢাকতে টিস্যু বা কনুই ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের অভ্যস্থ করতে হবে।
- অসুস্থতাজনিত অনুপস্থিতির কারণে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী যেন শ্রেণি মূল্যায়নে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- শিক্ষার্থীরা যাতে গলাগলি কিংবা একে অপরকে জড়িয়ে না ধরে সে ব্যাপারে সচেতন করতে হবে।
- বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তাদেরকে সক্রিয় রাখতে হবে। শিশুদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য “ইয়েল” এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- পরীক্ষা গ্রহণের চেয়ে শিক্ষাদান কার্যক্রমের উপর বেশী জোর দিতে হবে।
- শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
- বিদ্যালয়ের বাইরেও যেন শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা এ সকল স্বাস্থ্যবিধিসমূহ মেনে চলে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করতে হবে।
- অসুস্থ শিক্ষার্থীদের নিজ গৃহে অবস্থান করার পরামর্শসহ সকল নিয়ম-কানুন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের জানাতে হবে।

COVID-19 পরিস্থিতিতে অভিভাবকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। হাত ধৌতকরণসহ অন্যসব স্বাস্থ্যবিধি আবশ্যিকভাবে প্রতিপালন করতে হবে। হাঁচি দেওয়ার সময় মুখ এবং নাক ঢাকতে টিস্যু বা কনুই ব্যবহার করতে হবে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশপথে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করতে হবে। শরীরের তাপমাত্রা বেশী পাওয়া গেলে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা যাবে না।
- স্বাভাবিক অবস্থা না আসা পর্যন্ত কোনো প্রকার অভ্যন্তরীণ জমায়েত আয়োজন করা যাবে না। যে কোন বদ্ধ বা ঘন জনবহুল স্থান বা অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- করোনা (COVID-19) প্রতিরোধে বিভিন্ন সাধারণ নির্দেশনাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং শিশুদের অভ্যস্ত করতে হবে।
- অত্যাবশ্যক না হলে বিদ্যালয়ে গিয়ে জটলা তৈরি করা যাবে না।
- যোগাযোগের সুবিধার্থে প্রধান শিক্ষক ও এক বা একাধিক শিক্ষকের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে রাখতে হবে।
- শিক্ষার্থী এবং পরিবারের কারো মধ্যে কোভিড - ১৯ এর সন্দেহভাজন কোনো উপসর্গ পাওয়া গেলে বিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ করে কোয়ারেন্টাইন করতে হবে এবং বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে প্রধান শিক্ষককে জানাতে হবে।
- কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানকালীন নিজেদের স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রধান শিক্ষককে অবহিত করতে হবে।

COVID-19 পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়সূহ

- সার্বক্ষণিক মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
- লম্বা বেঞ্চের দুই পাশে দুই জন বসতে হবে।
- সর্বাবস্থায় শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- কোন অবস্থাতেই জটলা তৈরি করা যাবে না।
- কিছুক্ষণ পর পর/ক্লাস শেষে পরিষ্কার সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোঁতে হবে।
- হাঁচি/কাশি দেয়ার সময় মুখ এবং নাক ঢাকতে টিস্যু বা কনুই ব্যবহার করতে হবে।
- খাবার গ্রহণের সময় ১ মিটার শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজস্ব থালা বাসন বা ওয়ান টাইম থালা বাসন ও পানির পাত্র ব্যবহার করতে হবে।
- প্রতিবার ব্যবহারের পূর্বে থালা বাসন ও পানির পাত্র জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- অত্যাবশ্যক না হলে বিদ্যালয় চলাকালীন সময় বিদ্যালয়ের বাইরে যাওয়া যাবে না।
- কাউকে জড়িয়ে ধরা কিংবা কারো সঙ্গে গলাগলি করা যাবে না।

COVID-19 পরিস্থিতিতে দপ্তরী কাম প্রহরীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

- সার্বক্ষণিক মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
- সর্বাবস্থায় শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোঁতে হবে।
- অত্যাবশ্যক না হলে বিদ্যালয় চলাকালীন সময় বিদ্যালয়ের বাইরে যাওয়া যাবে না।
- কাউকে জড়িয়ে ধরা কিংবা কারো সঙ্গে গলাগলি করা যাবে না।
- করোনাকালীন বিদ্যালয় খোলার অব্যবহিত পূর্বেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চত্বরের আবর্জনা পরিস্কার এবং আবর্জনা সংরক্ষণকারী পাত্র জীবানুমুক্ত করতে হবে।
- বিদ্যালয় চলাকালীন প্রতি শিফটে অন্তত: একবার বিদ্যালয়ের অফিসকক্ষ, শ্রেণিকক্ষ, সর্বসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত হয় এমন জায়গাসহ অন্যান্য জায়গার মেঝে ও ঘরের দরজার হাতল, সিঁড়ির হাতল, বেঞ্চসহ এবং যেসব বস্তু বারবার ব্যবহৃত হয় সেসব বস্তুর তল/পৃষ্ঠ পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত করতে হবে।
- প্রতিদিন টয়লেটসমূহ স্বাস্থ্যসম্মত ও জীবানুমুক্ত করতে হবে।
- শিক্ষার্থীরা যেন কাউকে জড়িয়ে ধরা কিংবা কারো সঙ্গে গলাগলি না করে সেদিকে নজর রাখতে হবে।
- অভিভাবক বা শিক্ষার্থীরা যেন জটলা তৈরি না করে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

COVID-19 পরিস্থিতিতে সহকারী উপ. শিক্ষা অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- উপজেলা শিক্ষা অফিসে ক্লাস্টারভিত্তিক তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে যাতে অভিভাবকসহ স্থানীয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন।
- শিক্ষক/শিক্ষার্থী/কর্মচারীদের করোনা (COVID-19) প্রতিরোধে বিভিন্ন সাধারণ নির্দেশনাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং সকলে স্বাস্থ্যবিধিসমূহ মেনে চলছে কিনা তা মনিটরিং করতে হবে।
- করোনা সংক্রমণ বিবেচনায় কোন এলাকাকে সরকার কর্তৃক রেড জোন ঘোষনা করা হলে সে এলাকায় বিদ্যালয় খোলা রাখা যাবে না।
- বিদ্যালয় অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোগত পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও জীবানুমুক্তকরণ, শারিরিক দূরত্ব বজায় রাখা, হাত ধোয়া, হাঁচি-কাশি বিষয়ক শিষ্টাচার, সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবহার, অসুস্থদের জন্য করনীয় এবং নিরাপদ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণের অভ্যাস গড়ে তোলা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করতে হবে।
- এই সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং লিফলেট/পোস্টার/সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম ব্যবহারের এর মাধ্যমে সচেতন করতে হবে।
- বিদ্যালয়ের অবকাঠামো এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনা করে একাধিক শিফট কিংবা সপ্তাহের একেক দিন একেক শ্রেণির বা একাধিক শ্রেণির পাঠদানের ব্যবস্থা রেখে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন যাতে শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করা যায়। পাঠ পরিকল্পনায় ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকতাগণ সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের বিদ্যালয়সমূহের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা ও বাস্তবায়নের বিষয়টি তদারকি করবেন।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাগজের সীমিত ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষকদের পারস্পরিক শারিরীক যোগাযোগ কমান এবং দূরবর্তী বা অনলাইন শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- শিক্ষক/কর্মচারী/শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোভিড - ১৯ এর সন্দেহভাজন কোনো উপসর্গ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে এবং যারা উক্ত শিক্ষক/কর্মচারী/শিক্ষার্থীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন তাদের দ্রুত সনাক্ত ও কোয়ারেন্টাইন করতে হবে।
- কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরত শিক্ষক, কর্মচারী, শিক্ষার্থীদের পিতামাতার স্বাস্থ্যের অবস্থা জানা এবং তাদের সাথে সর্বক্ষণ যোগাযোগ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে চলমান প্রাথমিক পাঠ কার্যক্রম ‘ঘরে বসে শিখি’ সম্প্রচারের রুটিন সম্পর্কে সকলকে যথারীতি অবহিতকরণ, বাড়ীর কাজসহ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। যেসব স্থানে Online/Facebook page – এ স্থানীয়ভাবে নিজেদের উদ্যোগে পাঠ কার্যক্রম সম্প্রচার করা হচ্ছে সেসব স্থানে ‘ঘরে বসে শিখি’ এর প্রচার অগ্রাধিকার দিতে হবে।

COVID-19 পরিস্থিতিতে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- উপজেলা শিক্ষা অফিসে তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে যাতে অভিভাবকসহ স্থানীয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন।
- শিক্ষক/শিক্ষার্থী/কর্মচারীদের করোনা (COVID-19) প্রতিরোধে বিভিন্ন সাধারণ নির্দেশনাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং সকলে স্বাস্থ্যবিধিসমূহ মেনে চলছে কিনা তা মনিটরিং করতে হবে।
- করোনা সংক্রমণ বিবেচনায় কোন এলাকাকে সরকার কর্তৃক রেড জোন ঘোষনা করা হলে সে এলাকায় বিদ্যালয় খোলা রাখা যাবে না।
- বিদ্যালয় অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোগত পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও জীবানুমুক্তকরণ, শারিরিক দূরত্ব বজায় রাখা, হাত ধোয়া, হাঁচি-কাশি বিষয়ক শিষ্টাচার, সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবহার, অসুস্থদের জন্য করনীয় এবং নিরাপদ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণের অভ্যাস গড়ে তোলা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করতে হবে।
- এই সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং লিফলেট/পোস্টার/সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম ব্যবহারের এর মাধ্যমে সচেতন করতে হবে।
- বিদ্যালয়ের অবকাঠামো এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনা করে একাধিক শিফট কিংবা সপ্তাহের একেক দিন একেক শ্রেণির বা একাধিক শ্রেণির পাঠদানের ব্যবস্থা রেখে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন যাতে শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করা যায়। পাঠ পরিকল্পনায় ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকতাগণ সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের বিদ্যালয়সমূহের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা ও বাস্তবায়নের বিষয়টি তদারকি করবেন।
- স্বাভাবিক অবস্থা না আসা পর্যন্ত কোনো প্রকার অভ্যন্তরীণ জমায়েত আয়োজন করা যাবে না।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাগজের সীমিত ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষকদের পারস্পরিক শারিরীক যোগাযোগ কমান এবং দূরবর্তী বা অনলাইন শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- শিক্ষক/কর্মচারী/শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোভিড - ১৯ এর সন্দেহভাজন কোনো উপসর্গ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে এবং যারা উক্ত শিক্ষক/কর্মচারী/শিক্ষার্থীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন তাদের দ্রুত সনাক্ত ও কোয়ারেন্টাইন করতে হবে।
- কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরত শিক্ষক, কর্মচারী, শিক্ষার্থীদের পিতামাতার স্বাস্থ্যের অবস্থা জানা এবং তাদের সাথে সর্বক্ষণ যোগাযোগ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে চলমান প্রাথমিক পাঠ কার্যক্রম 'ঘরে বসে শিখি' সম্প্রচারের রুটিন সম্পর্কে সকলকে যথারীতি অবহিতকরণ, বাড়ীর কাজসহ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। যেসব স্থানে Online/Facebook page – এ স্থানীয়ভাবে নিজেদের উদ্যোগে পাঠ কার্যক্রম সম্প্রচার করা হচ্ছে সেসব স্থানে 'ঘরে বসে শিখি' এর প্রচার অগ্রাধিকার দিতে হবে।